# তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় : প্রসঙ্গ অনুষঙ্গ

১) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কবে জন্মগ্রহণ করেন?
২৫ জুলাই, ১৮৯৮ (৮ শ্রাবণ, ১৩০৫ বঙ্গাব্দ)।
২) পিতা ও মাতা কে ছিলেন?
পিতা হরিদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, মাতা প্রভাবতী দেবী।
৩) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিসিমার নাম কী?
শৈলজা দেবী।
৪) শৈলজা দেবী তারাশঙ্করের কোন উপন্যাসে অমর হয়ে আছে?
'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে।
৫) তারাশঙ্করের লেখা প্রথম উপন্যাস কোনটি? এটি কোন পত্রকায় প্রকাশিত হয়েছিল?
তারাশঙ্করের লেখা প্রথম উপন্যাস 'দীনার দান'। এটি ধারাবাহিকভাবে 'এক পয়সার শিশির'-এ প্রকাশিত হয়েছিল।
৬) তাঁর লেখা প্রথম সার্থক উপন্যাস কোনটি?
'চৈতালি ঘূর্ণি' (১৩৩৮ বঙ্গাব্দ)।
৭) এই গ্রন্থটি তিনি কাকে উৎসর্গ করেন?
বাংলার যৌবন শক্তির প্রতীক সুভাষচন্দ্র বসুকে।
৮) 'নীলকণ্ঠ'(১৩৪০ বঙ্গাব্দ) গ্রন্থটি তারাশঙ্কর কোন সাহিত্যিককে উৎসর্গ করেন?
শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়কে।
৯) অসমাপ্ত উপন্যাস 'জমিদারের মেয়ে'র পরবর্তীকালে কী নামকরণ করা হয়?
'ধাত্রীদেবতা'(১৩৪৫ বঙ্গাব্দ)।
১০) 'ধাত্রীদেবতা' কোন পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়?
'শনিবারের চিঠিতে'।
১১) এই উপন্যাসের নায়কের নাম কী?
শিবনাথ।
১২) এই উপন্যাসে কার কার জীবনের ছায়াপাত ঘটেছে?
তারাশঙ্করের নিজের জীবনের, তাঁর মায়ের এবং তাঁর পিসীমার।
১৩) 'ধাত্রীদেবতা'য় বঙ্কিমের যে উপন্যাসের কথা বলা হয়েছে সেটি কোনটি?
'আনন্দমঠ'।
১৪) 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসের পটভূমিতে যে আন্দোলনের কথা বলা হয়েছে
অসহযোগ আন্দোলন।
১৫) 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে শিবনাথ যে রাজনৈতিক মতাদর্শে বিশ্বাসী
গান্ধিবাদী।
১৬) 'ধাত্রীদেবতা' উপন্যাসে কিশোর শিবনাথ যে হিংস্র পশুর বাচ্চা ধরে এনাছিল
হেঁড়োল।

১৭) ‘ধাত্রীদেবতা’ উপন্যাসের সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু
উপন্যাসটিতে আছে শিবনাথের জীবনের খণ্ডাংশের বিবরণ। একটি দেশের বিশেষ এক অঞ্চলের বিশিষ্ট রূপ এবং একটি জাতির বিশেষ এক সময়ের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে। চরিত্রচিত্রণ, গ্রামীণ-সমাজচিত্র অঙ্কনে লেখক বসতুচেতনার পরিচয় দিয়েছেন।
‘১৯৫৩ সালে ধরতি মাতা’ নামে হিন্দিতে অনুবাদ করা হয়।
তামিল ভাষায় ‘ধাত্রী দেবতা’ ‘নীলাঙিন-গীতম’ নামে প্রকাশিত হয়।
১৮) তারাশঙ্করের লেখা প্রথম গল্প
‘রসকলি’।
১৯) এটি যেখানে প্রকাশিত হয়েছে
‘কল্লোল’ পত্রিকায় (১৩৩৪,ফাল্গুন)।
২০) এই গল্পে যে সম্প্রদায়ের কথা উঠে এসেছে
বৈষণব সম্প্রদায়ের।
২১) রসকলি কী
বৈষণবেরা গঙ্গামাটি দিয়ে কপালে যে তিলক আঁাকে তাকে রসকলি বলে।
২২) ‘‘কবি’ উপন্যাসটি যে পত্রকায় ধারাবাহিকভাবে বেরোয়
পাটনা থেকে ‘প্রভাতী’ পত্রিকায়। গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয় মার্চ, ১৯৪২।
২৩) ‘গণদেবতা’ উপন্যাসের পূর্বনাম
চন্ডীমণ্ডপ।
২৪) ‘গণদেবতা’ উপন্যাসের বষয়বস্তু
বিংশশতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধে সমাজজীবনের এক নিখুঁত চিত্র উপন্যাসটিতে উঠে এসেছে। রাজনীতির কূটিল আবর্ত, অর্থনীতিতে সর্বগ্রাসী বিপর্যয়, সামাজিক অবক্ষয় - এই ত্রিভুজাকৃতি জীবনযন্ত্রণার এক মরমী ধ্রুপদী মহাকাব্য এই উপন্যাস। এখানে লেখক কালান্তরের এক নতুন দেবতাকে আবাহন করেছেন। এ দেবতা ব্রহ্মাও নন, বিষণুও নন, শিবও নন, এ দেবতা গণদেবতা।
সিন্ধিভাষায় এটি ‘লোকদেবতা’ নামে প্রকাশিত হয়।
মরাঠিতে ‘চন্ডীমণ্ডপ’ নামে ১৯৭৩ সালে পারকাশিত হয়।
২৫) ‘গণদেবতা’ উপন্যাসের জন্য যে বিখ্যাত পুরস্কার পান
জ্ঞানপীঠ পুরষ্কার, ১৯৬৬ সালে।
২৬) ‘পঞ্চগ্রাম’ উপন্যাসের পাঁচটি গ্রাম
কঙ্কনা, কুসুমপুর, মহাগ্রাম, শিবকালিপুর, দেখুড়িয়া।
২৭) ‘এই খেদ মোর মনে
ভালোবেসে মিটিল না আশ - কুলাল না এ জীবনে
হায় ! জীবন এত ছোট কেনে !
এ ভুবনে’ ?
- কার উক্তি ?
‘কবি’ উপন্যাসের (১৩৪৭ বঙ্গাব্দ) নিতাই কবিয়ালের।

২৮) ‘কবি’ উপন্যাসের প্রধান কয়েকটি চরিত্র
নিতাই কবিয়াল, বসন, ঠাকুরঝি।
এই উপন্যাসটি ওড়িয়াতে ‘কবি’ নামে অনুদিত হয় ১৯৭৩ সালে।
হিন্দিতে ১৯৫৪ সালে ‘কবি’ নামে অনুদিত হয়।
২৯) এই উপন্যাসে কোন কোন লোকগানের কথা আছে ?
কবি, ঝুমুর।
৩০) ‘হাঁসুলিবাঁকের উপকথা’ উপন্যাসের প্রকাশকাল
১৯৪৭
৩১) এটি কাকে উৎসর্গ করা হয় ?
কবিশেখর কালিদাস রায়কে।
৩২) এখানে যেসব লোকগানের ব্যবহার আছে
ভাদুগান, ঘেঁটুগান, পাঁচালি, বাউল।
৩৩) ‘হাঁসুলিবাঁকের উপকথা’র সংক্ষিপ্ত বষয়বস্তু
হাঁসুলিবাঁক অর্থাৎ কোপাই নদীর বাঁকে বাঁশবাদি গাঁয়ের কাহারেরা এই উপন্যাসে উপজীব্য। বনোয়ারি, করালি, সুচাঁদ, নসুবালা প্রভৃতি এই উপন্যাসে অন্যতম চরিত্র। তবে মানুষ নয় বিশেষ ভৌগৌলিক অঞ্চলই এই উপন্যাসের নায়ক। জনগোষ্ঠীর আঞ্চলিক জীবনচর্যা, লোকবিশ্বাস, লোকভাষা, জনজীবনে পালনীয় ঋতু-উৎসব, নবীন প্রবীণের দ্বন্দ্ব, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য উপনাসের পরতে পরতে জড়িয়ে আছে।
৩৪) তারাশঙ্কর যে উপন্যাসের জন্য ‘রবীন্দ্র স্মৃতি পুরস্কার’ও ‘আকাদেমি পুরস্কার’ পান
‘আরোগ্য নিকেতন’ (১৯৫৩)।
৩৫) উপন্যাসটির পূর্বনাম কী ছিল ?
১৩৫৯ বঙ্গাব্দে শারদীয়া ‘আনন্দবাজার পত্রিকায়’ প্রকাশকালে নাম ছিল ‘সঞ্জীবন ফার্মাসী’।
৩৬) উপন্যাসটির সংক্ষিপ্ত বিষয়বস্তু
বিষয়বস্তু সাময়িক নয় চিরন্তন। জীবনমশায়ের জবানীতে মৃত্যু সম্পর্কে এক ঔপনিষদিক ভাবনা উঠে এসেছে। ভারতবাসীর মনে যে মৃত্যু-জিজ্ঞাসা আছে - মৃত্যুর দর্শন সম্পর্কে যে চিরন্তন জিজ্ঞাসা আছে, মৃত্যুর রহস্যময়তা সম্বন্ধে যে শ্রদ্ধামিশ্রিত অনুভূতি আছে তা এই উপন্যাসে বিধৃত হয়েছে।
গুজরাতিতে এবং হিন্দিতে এটি ‘আরোগ্যনিকেতন’ নামে অনুদিত হয়।
৩৭) বিচার ব্যবস্থাকে কেন্দ্র করে বাস্তবসম্মত উপন্যাস লেখেন
‘বিচারক’।
এটি মালয়ালমে ‘জাজজী’ নামে প্রকাশিত হয়।
৩৮) তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় কবে জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান ?
১৯৬৭ সালে ভারতীয় জ্ঞানপীঠ পুরস্কার পান।
তিনি ১৯৬৮ সালে ভারত সরকার প্রদত্ত পদ্মভূষণ পুরস্কার পান।
৩৯) তিনি পরলোকগমন করেন

১৪ সেপ্টেম্বর, ১৯৭১।

তথ্য সংকলক : **ডঃ মৃণাল কান্তি দাস**, সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ইসলামপুর কলেজ।